R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03433 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2003

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
( মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত )
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ | ৪৭শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২রা বৈশাখ, বুধবার, ১৪১০ সাল। ১৬ই এপ্রিল, ২০০৩ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা | বার্ষিক : ৫০ টাকা

## উপস্থিত ডাক্তাররা কেউ বদলি হচ্ছেন না তাই জঙ্গিপুর হাসপাতালে ডামাডোলের রাজত্ব চলবেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে সুপার-বিহীন অবস্থায় চলায় এখানে শৃংখলা বলতে সে রকম কিছুই নেই। যার ফলে প্রতি মুহূর্তে স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। হাসপাতালের ইনচার্জ হয়ে এ্যাসিঃ সি এম ও এইচ ডাঃ তাপস রায় থাকলেও কোন ডাক্তার বা ষ্টাফ তাঁর নির্দেশের তোয়াক্কা করেন না। তাই তাপসবাবুর তৈরী ডাক্তারদের ডিউটি রোষ্টারও সব সময় উপেক্ষিত হয়। তারই একটা দৃষ্টান্ত গত ২ এপ্রিলের ঘটনা। ঐ দিন বেলা ১২টা পর্যন্ত আউটডোর বন্ধ থাকায় বিক্ষিপ্ত রোগীর আত্মীয় স্বজনরা ডাক্তারদের ঘরে গিয়ে কাউকে না পেয়ে তারা অফিসে চড়াও হয়ে কর্মরত কর্মীদের ঘর থেকে বার করে দিয়ে চেয়ার দখল করেন। হাসপাতাল ইনচার্জ ডাঃ তাপস রায়ের সঙ্গে ক্ষুব্ধ জনতার বাক্‌বিতন্ডাও হয়। শেষে বেলা ১২টার পর কয়েকজন ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি এমের প্রার্থী তালিকায় প্রায় নতুন মুখ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সি পি এমের দীর্ঘকাল রাজত্বে রাজ্যের মন্ত্রীদের সঙ্গে সুদূর গ্রামাঞ্চলেও প্রধানদের চালচলন ও জীবনযাত্রায় অদ্ভুত ধরনের একটা পরিবর্তন এসেছে। প্রায় প্রধান গ্রাম এলাকার উন্নতির পরিবর্তে নিজের ও আত্মীয়স্বজনের উন্নতি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আজ তারা এলাকার মানুষের কাছে বিতর্কিত হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এই ধরনের বহু প্রার্থী আজ নিজেদের পায়ের তলার মাটি কতটা আলগা হয়ে গেছে বা তারা কতটা নির্ভরযোগ্যতা হারিয়েছেন সেটা উপলব্ধি করতে পেরে অনেকেই এবার প্রার্থী হতে চাইছেন না। এটা বুঝতে পেরেই হাই কমান্ড বেশীর ভাগ আসনে নতুন মুখ নিয়ে এনে এলাকার মানুষের কাছে প্রার্থীর ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে সচেষ্ট হয়েছেন। অন্যদিকে জেলা কংগ্রেস থেকে প্রার্থীর জীবনপঞ্জীসহ আবেদন জমা দিতে বলা ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## মা ও মেয়ে মেলা : গৌরী সেনের টাকার শ্রাদ্ধ ছাড়া কিছু না

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ ব্লকের রতনপুর প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সামনে মহিলা উন্নয়ন শাখা, এস, এস, এ ও ডি, পি, ই, পি মুর্শিদাবাদের উদ্যোগে এবং ধুলিয়ান চক্র সম্পদ কেন্দ্রের পরিচালনায় গত ২২ মার্চ মা ও মেয়ে মেলার আয়োজন করা হয়। মেলা উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভানেত্রী শ্বেতা চন্দ ছাড়া কিছু প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষিকা এবং ধুলিয়ান চক্রের এস, আই অনঙ্গমোহন আলিপাত্র উপস্থিত ছিলেন। তবে মা ও মেয়ে মেলায় কোন মাকে দেখতে পাওয়া যায়নি। সভানেত্রী শ্বেতা চন্দ তাঁর বক্তব্যে বলেন, সমাজে মেয়েরা শিক্ষা থেকে বেশী বঞ্চিত হয়। প্রাথমিক প্রকল্পে ( D. P. E. P ) এর লক্ষ্য ছিল ৫—৯ বছরের সমস্ত শিশুকে বিদ্যালয়ে আনতে হবে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। কারণ শিক্ষা সচেতনতা আজও আসেনি। গ্রামের ৭০% মহিলা আজও নিরক্ষর। তাই মহিলাদের শিক্ষার প্রয়োজন। এই জন্য সমাজের সমস্ত মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। এরপর তিনি রতনপুরে একটি বিদ্যালয় গৃহ উদ্বোধন করেন। এই গৃহ নির্মাণ করতে খরচ হয়েছে ২ লক্ষ ৪৭ ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## গ্রামের লোক একজোট হয়ে কল্পনার মৃত্যু রহস্যের তদন্ত চাইলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩১ মার্চ ফরাক্কা থানার জাফরগঞ্জ গ্রামের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী কল্পনা হালদারকে ( ১২ ) মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। খবরে প্রকাশ, ঘটনার দিন রাতে কল্পনা পাশের বাড়ীতে টি, ভি দেখতে গিয়ে আর বাড়ী ফেরেনি। বাড়ীর লোকজন খোঁজ খবর করে শেষে তাঁদের বাড়ীর পিছনের দরজার কাছে কল্পনার মৃতদেহ পান। গলায় আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। গ্রামের ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## নকল বি এস এফ কর্মীদের পাচার হওয়া গরু ছিনতাই

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত সপ্তাহে জঙ্গিপুর পুরসভার ধনপতনগর লাগোয়া এনায়েত-নগর গ্রাম দিয়ে গভীর রাতে গরু পাচার-কারীরা বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে ১৯টি গরু হাঁটিয়ে নিয়ে যাবার সময় ঐ গ্রামের রাস্তায় বি এস এফের পোষাক পরা তিনজন লোক পাচারকারীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক গরুগুলো ছিনিয়ে নেয়। বি এস এফ এবং লোকাল থানার সঙ্গে বখরা থাকায় স্বাভাবিকভাবে ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## পরীক্ষা দিতে গিয়ে নবম শ্রেণীর ছাত্রী অপহৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির বাহাল-নগর গ্রামের ক্ষেত মজুর রহমত সেখের মেয়ে নবম শ্রেণীর ছাত্রী রাহেমা খাতুন গত ১০ এপ্রিল সকাল ৯-৩০ নাগাদ তার দুই বন্ধু নুরবানু খাতুন ও কালু সেখের সঙ্গে বোখারা জুবেদ আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে মৌখিক পরীক্ষা দিতে যাবার সময় পথে চার দুষ্কৃতী তাকে অপহরণ করে। জানা যায়, মোড়গ্রাম ব্রীজের কাছে বটল গ্রীণ রঙের একটি মারুতি গাড়ী (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা বৈশাখ বুধবার, ১৪১০ সাল।

## ॥ স্বাগত ১৪১০ ॥

শুভ নববর্ষ। ১৪০৯ বঙ্গাব্দ গত। শুরু হইল ১৪১০ এর পথপরিক্রমা। কালের প্রবাহে নবযাত্রা বলিয়া কিছু নাই, আছে শুধু 'চরৈবেতি'—আগাইয়া চল।

বিভিন্ন দেশে নূতন বৎসর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আরম্ভ হয়। ইংরাজী ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১লা জানুয়ারী নববর্ষের সূচনা। বাংলা মতে ১লা বৈশাখ। শকাব্দ, হিজরী অব্দ প্রভৃতির নির্দিষ্ট পৃথক সময় রহিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গাব্দের প্রথম দিনটি অর্থাৎ ১লা বৈশাখ ব্যবসায়ীদের হিসাব-নিকাশ নূতন করিয়া শুরু হয়। ব্যবসায়ীরা বকেয়া পাওনা এইদিন পাইয়া থাকেন। পুরাতন হিসাব শোধ হইয়া যায় এবং চলতি বৎসরের কাজ আরম্ভ হয়। তাই ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের খরিদ্দারদিগকে এই দিন নিজ নিজ দোকানে আমন্ত্রণ জানান। লেনদেন অন্তে মিষ্টিমুখ করান হয়। পূর্বে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ভুরিভোজনের ব্যবস্থা থাকিত। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া আন্তরিকতাপূর্ণ প্রীতি বিনিময় হইত। এখনও সেই রেওয়াজ আছে; তবে ইহার আদল কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এখন কাগজের বাক্সে আপ্যায়নের বস্তু প্রস্তুত থাকে। খাদ্যবস্তু আর পাতায় পরিবেশন করা হয় না। একই ব্যক্তি ৩/৪টি স্থানে উপস্থিত হইতে পারেন; কিন্তু খাওয়া সম্ভব হয় না। সেই হিসাবে কাগজের বাক্সবন্দী মিষ্টান্নাদি দেওয়া-নেওয়ায় অনেক সুবিধা আছে। অবশ্য ইহাতে কিছুটা যান্ত্রিকভাব যেন পরিলক্ষিত হয়। ব্যবসায়ীদের এই অনুষ্ঠানকে 'হালখাতা' বলা হয়। শুধু ১লা বৈশাখ নয়, রামনবমী, অক্ষয়তৃতীয়ার দিনেও অনেকে হালখাতা করিয়া থাকেন। তবে ১লা বৈশাখের প্রীতি-সম্মিলন এখনও পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে চলিতেছে।

পুরাতন বৎসরের পরিক্রমা দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপটে নানা ঘটনায় চিহ্নিত হইয়া আছে। যাহা কাঙ্ক্ষিত ছিল, তাহা মিলে নাই; যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা কাম্য ছিল না। নৈসর্গিক বিপর্যয়, মানুষের তৈয়ারী বিপর্যয় বহুজনকে জেরবার করিয়া দিয়াছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প আধিদৈবিক কষ্টে মানুষ যে কতখানি অসহায়, তাহা বুঝা যায়। আবার বিভিন্ন পথ-দুর্ঘটনা অনেক প্রাণবলির কারণ হইয়াছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে আর্ত-বিপন্ন মানুষ ত্রাণ সাহায্য পাইতে রাজনীতির শিকার অনেক সময় হইয়া পড়েন। ট্রেনে, বাসে, দোকানে, ব্যাঙ্কে, বাড়ীতে দুষ্কৃতীদের তান্ডব-ডাকাতি-লুটতরাজ জীবনকে লইয়া গেন্দুয়া খেলা করিতেছে। শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইলেও শাসককুল এবং তাহার পার্শ্বচরদের প্রচার-দাপটে অন্য রূপ লইতেছে।

এই সমস্ত বিভিন্ন উপসর্গ জনজীবনকে দিন দিন পঙ্গু করিতেছে। ইহার নিরসন একান্ত কাম্য। শুভ নববর্ষের সূচনাদিবসে আমাদের পত্রিকার গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক এবং সর্বশ্রেণীর মানুষের কল্যাণ হউক—এই কামনা করিতেছি। নববর্ষকে স্বাগত জানাইতেছি।

## নববর্ষ

শীলভদ্র সান্যাল

ইংরেজি ক্যালেন্ডারে এতই অভ্যস্ত আমরা যে 'দাদা আজ বাংলা কত তারিখ?' এ কথা জিজ্ঞেস করলে শতকরা নব্বই জন বাঙালিই ঢোঁক গিলবেন। একমাত্র পুরুত-গিরিতে যাঁরা অভ্যস্ত, তাঁরাই নিত্য বাংলা তারিখটির খোঁজ খবর রাখেন, কারণ তাঁদের পেশাটাই এই রকম যে পঞ্জিকা না হ'লে চলেনা। ইংরেজীতে অবশ্য কোনও পঞ্জিকা এ যাবৎ চোখে পড়েনি। তাদের বারো মাসে তের পার্বণের কোনও বালাই নেই, পাত্রী আছে, কিন্তু পুরোহিত নেই; জন্মদিনে প্রজ্বলিত মোমবাতি নিভিয়ে কেক কাটা হয়, কিন্তু আট মাস পরে নবজাতকের 'মুখে ভাত' হয়না, গর্ভবতী এয়োতির সাধভক্ষণের কোনও রেওয়াজ তাদের সমাজে আছে কিনা জানিনা। ওদের দেশে বিয়ে হল, রেজিস্ট্রি ম্যারেজ, তারপরে নববিবাহিত দম্পতি চার্চে গিয়ে পাদ্রীর তত্ত্বাবধানে পবিত্র বাইবেল থেকে 'সারমন্' পাঠ করেন, তারপর খৃষ্টান কিছু রিচুয়ালের পরে, হোটেলে বা রেস্তোরায় গিয়ে পার্টি দেওয়া হয়, মিউজিকের তালে তালে বলডান্স হয়। আমাদের মত, অগ্নিসাক্ষী ক'রে 'যদিদং হৃদয়ং তব' ইত্যাদি মন্ত্রোচারণ ক'রে জোড় বন্ধনের মাধ্যমে বিবাহ প্রথা ওদেশে নেই। ওদের বারো মাসে একটাই পার্বণ, তা হল পঁচিশে ডিসেম্বরের বড়দিন, ক্রিসমাসডে। ফিক্সড্ ডেট। তিথি-নক্ষত্রের গতিবিধির ওপর নির্ভর ক'রে দিনবদলের কোনও আশঙ্কা নেই। এর একটা সুবিধে হল, বিভ্রান্তির শিকার হ'তে হয় না, পঞ্জিকার দ্বারস্থ হ'তে হয় না। যিশুখৃষ্টের জন্মদিনে কোন্ নক্ষত্র কোন্ অবস্থানে ছিল ও সব জটিল সংখ্যাতত্ত্বে গিয়ে লাভ কী? ডেটটা মনে রাখ, তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে গেল! দূরদর্শী রবীন্দ্রনাথ তাঁর পঁচিশে বৈশাখ—জন্ম তারিখটিকে ফিক্সড্ ক'রে গিয়ে বাঙালিকে কত বিড়ম্বনা থেকে রেহাই দিয়ে গেছেন! তিথি-নক্ষত্র হিসেব ক'রে পঞ্জিকা দেখার কোনও দরকার নেই। অবশ্য তাঁর জন্ম তারিখটি এখন পঞ্জিকাতেও ঢুকে গেছে। বাঙালির অন্যতম পার্বণঃ রবীন্দ্র জন্মোৎসব। দাদাঠাকুরের জন্মদিন (এবং মৃত্যুদিন) যেমন এ মাসের তেরই বৈশাখ, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ। এটা অবশ্য অনেকেই মনে রাখেন না। নিজের জন্মদিনই মনে রাখেন না! ইংরেজি জন্ম তারিখটি কিন্তু মুখস্থ থাকে। বার্থ সার্টিফিকেট বা মাধ্যমিক এ্যাডমিট কার্ডে ইংরেজি তারিখটাই লেখা থাকে যে! এইভাবে আমরা ইংরেজি দিনপঞ্জীর সঙ্গে এমনই অভ্যস্ত যে, বাংলা তারিখ তো দূরের কথা, বাংলা সাল মনে করতেও দু' বার ভাবি। ইংরেজরা দেশ ছেড়ে চলে গেলেও ইংরেজিয়ানা যে বিদায় নেয়নি, এটা তার সবচেয়ে বড় রকমের প্রমাণ। সমাজের ওপরতলার ছেলেমেয়েরা মা-বাবাকে বলে 'মাম্মি, ড্যাডি', দিদিমণিকে বলে 'আন্টি'। ইংলিস্ মিডিয়ামে পড়া ছেলে মেয়েদের একটু অন্য চোখে দেখা হয়। হ্যালো, গুডমর্ণিং, গুডলাক, সী ইউ, এক্সকিউজ মি, প্রমিস, এক্সট্রীমলি সরি, ও-কে, ননসেন্স প্রভৃতি বাচনভঙ্গিতে আজ আমরা রীতিমত সড়গড় হয়ে উঠেছি। রাজভাষা ব'লে কথা! এর মধ্যে, একটা বেশ 'হেভি' ব্যাপার থাকে। ম্যাসকুলিন ল্যাংওয়েজ না? কুলীন তো বটে! বাংলার মতো 'ললিত লবঙ্গলতা' সুলভ ভাষায় কি এ-সব 'এটিকেট' প্রকাশ করা যায়? বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনের এই প্রখর ইংরেজিয়ানার মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম বোধ হয় বাংলা নববর্ষের পয়লা বৈশাখ। তার মানে দোকানে দোকানে নতুন হালখাতা, সিঁদুর চর্চিত নতুন গণেশের মূর্তি পাতা, দোকানের প্রবেশদ্বারে আম পাতায় সজ্জিত সমারোহ, দু' পাশে মঙ্গলঘট, দোকান মালিকের ভক্তি বিগলিত সহাস্য মুখ এবং তারই ফাঁকে নতুন খাতায় জমার ঘরে সময়োচিত অঙ্কপাত, পরিশেষে অতিথি আপ্যায়ন! তবে এখানেও ক্রমশঃ আধুনিকতার ছোঁয়া এসে লাগছে। সেই সাবেকি কায়দার মণ্ডা, মিঠাই, লাড্ডুর পরিবর্তে এখন হাতে হাতে শোভা পাচ্ছে পেপসি, কোকাকোলার (৩য় পৃষ্ঠায়)

## পোলিও অনুষ্ঠানে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিককে ভৎর্সনা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক মনোজ পন্থের নির্দেশে জঙ্গিপুর মহকুমার সমস্ত বি ডি ও, সভাপতি, সি ডি পি ও, বি এম ও এইচ, ভারতীয় রেডক্রশ, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকর্তা, নেহেরু যুব কেন্দ্র, ডি পি ও, আই সি ডি এস-এর উপস্থিতিতে পালস পোলিও নিয়ে গত সপ্তাহে সুতী-২ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরে এক সভা হয়। এই সভায় জেলা শাসক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিবের নির্দেশ অনুযায়ী ৬, ৭, ৮ এপ্রিল পালস পোলিও ক্রমসূচিকে সাফল্যমন্ডিত করার আহ্বান জানান। তিনি এ বিষয়ে জেলা আই সি ডি এস-এর কাজ কর্মে ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীদের এই কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে বি এম ও এইচদের অনিহায় তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তৃণমূল স্তরের পরিকল্পনা সম্পর্কে জেলা শাসক এক প্রশ্নের উত্তরে সুতী-২ এর সভাপতি হোসেন আলিকে জানান, আজ পর্যন্ত এব্যাপারে কোন বি ডি ও বা ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে তাঁর কোন আলোচনা হয়নি। এই প্রসঙ্গে হোসেন আলি জানান, স্বাস্থ্য দপ্তরের লোকের ভরসা না করে নিজের এলাকার স্বাস্থ্য রক্ষার স্বার্থে ও জেলা শাসকের নির্দেশে তিনি এবং বি ডি ও সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। তিনি এ ব্যাপারে জেলা শাসকের প্রতিনিধি প্রত্যপর্ণ সিংহ রায়ের সক্রিয় ভূমিকার কথা বার বার উল্লেখ করেন। তিনি জানান, আই সি ডি এস জেলা প্রকল্প আধিকারিকের সঙ্গে তিনি প্রায় ১২০০ গৃহ পরিদর্শন করেন। পরিশেষে জেলা শাসক মনোজ পন্থ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বিজনকুমার মন্ডলের সামনেই উষ্মা প্রকাশ করেন এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা ঠিক ভাবে কাজ না করলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানান।

## রেললাইনের ধারে এক অপরিচিতের মৃতদেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির মনিগ্রাম রেলষ্টেশনের পশ্চিম দিকে ভূমিহরের সামনে গত ২৪ মার্চ সকালে রেললাইনের ধারে মাঠের কৃষি মজুরেরা এক অপরিচিত বয়োবৃদ্ধের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে। মৃতদেহের মাথায় চোট ছিল।

## জঙ্গিপুর গার্লস কর্তৃপক্ষের অভিসন্ধিমূলক কাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য পঁচিশ খানা বেঞ্চ ও পঁচিশ খানা ডেস্ক তৈরীর কাজ পেয়েছেন স্থানীয় সত্যনারায়ণ সূত্রধর (ডাকু)। উপরের পাটাতন আম কাঠের আর নিচের খুড়ো-পাশি সোনাঝুড়ি কাঠের। গোপন আঁতাতে এই কাজ দেয়া নিয়ে সোরগোল শুরু হলে কর্তৃপক্ষ বেসামাল হয়ে কাজের দরপত্র আহ্বান করেন। কাজের বিবরণে আম কাঠের পাটাতন আর খুড়ো স্ক্রেম্ নিম্ কিংবা সোনা ঝুড়ি কাঠের উল্লেখ থাকে। তাই এই দরপত্রে একটা সন্দেহ থেকেই যায়। নিম্ আর সোনা ঝুড়ির দরে আসমান জমিন তফাত। আর সোনা ঝুড়ি সম্পূর্ণ বন দপ্তরের আওতাভুক্ত এবং বাইরে চোরাই কাঠ বলে পরিচিত। এক কথায় ঐ কাঠে সরকারী কাজে দরপত্র আহ্বান চলে না। ঐ কাঠেই দরপত্র কিন্তু প্রকাশ হয়েছে এবং পূর্ব নির্ধারিতভাবে সত্যনারায়ণ সূত্রধরই ঐ কাজ পেয়েছেন। সন্দিগ্ধ জঙ্গিপুরবাসীরা কর্তৃপক্ষের এই অভিসন্ধিমূলক কাজের নিরপেক্ষ তদন্ত চাইছেন।


## চালু জীপ গাড়ী বিক্রী

চালু অবস্থায় (৫৪০ মডেল ৯২) একটি জীপ গাড়ী বিক্রী আছে। যোগাযোগের ঠিকানা—মতিলাল সাহা, খয়রাকান্দী (ফরাক্কা) ফোন ঃ ০৩৪৮৫/২৫২৫০৮ অথবা সাহা টি হাউস, বাণীপুর।


## প্ল্যান্টে ত্রুটি দেখা দেয়ায় এক বেলা জল দেয়া হচ্ছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুরে পরিস্রুত জল সরবরাহ চরম বিপর্যস্ত। প্রায় এক মাস থেকে সকালে একবার মাত্র জল সরবরাহ করা হচ্ছে। দুপুরে এবং বিকেলে বন্ধ। সংবাদে প্রকাশ, সব কিছু পরিস্কার করা হচ্ছে এই গ্রীষ্মে দীর্ঘদিন ধরে। জল অনিয়মিত হওয়ায় সাধারণ মানুষ পড়েছে বিপাকে। এ ব্যাপারে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জানান, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের ফিল্টার বেডে ছিদ্র দেখা দেয়ায় পি, এইচ, ই থেকে মেরামতির কাজ চলছে। এর কারণেই জঙ্গিপুর শহরে প্রায় তিন সপ্তাহ এক বেলা জল দেয়া হচ্ছিল। গত ১২ এপ্রিল থেকে দুবেলা জল চালু করা হয়েছে।

## দুই মোটর সাইকেল চোর আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৩১ মার্চ সুতী থানার আহিরণের কাছে পুলিশ দুই মোটর সাইকেল চোরকে গাড়ীসহ আটক করে। জানা যায়, ওরা বীরভূম থেকে মোটর সাইকেল দুটি চুরি করে আসানসোল নিয়ে যায়। সেখান থেকে আহিরণে বিক্রীর জন্য নিয়ে এলে পুলিশের নজরে পড়ে।

নববর্ষ (২য় পৃষ্ঠার পর)

স-পাইপ ঠান্ডা বোতল, আইস্ক্রীম, পেস্ট্রি, প্যাটিস্! আগেকার দিনে বলা হত, 'ভায়া, একটু তামাক ইচ্ছে হোক!' এখন দামী সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দেওয়া হয়। আগে গণেশ মূর্ত্তির পাদদেশে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলত, এখন প্রদীপশিখার মতো কাঁপা-কাঁপা আলো ছড়িয়ে বিজলিবাতি জ্বলে, এমন কি বিদ্যুৎবাহী নকল-ধূপকাঠি-পর্যন্ত বাজারে এসে গেছে! সৌরভ নেই, ভনিতা আছে। একটা দোকানে কম্পিউটারচালিত গণেশ মূর্তি দেখলাম। আলোর সমন্বয়ে তৈরী হচ্ছে, আবার দপ্ করে নিভে যাচ্ছে। গণপতি অবশ্য এ-সব দেখে কী বলতেন জানিনা! নিশ্চয় খুশিই হতেন! বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে বঙ্গ সংস্কৃতির এই নবীকরণ তো খারাপ কিছু নয়। ঠিক যেমন আমরা পয়লা বৈশাখে বাংলা নববর্ষের বুড়ি ছুঁয়ে আবার ইংরেজি ক্যালেন্ডারের নামাবলীটা গায়ে জড়িয়ে নি' সম্বৎসরের জন্য।


# বিজ্ঞপ্তি

## বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

### (ইংরাজী মাধ্যম বিদ্যালয়)

*জংগীপুর/রঘুনাথগঞ্জ শাখা*

স্থাপিত—১৯৭৭ (গভঃ রেজিষ্টার্ড)

২০০৩—২০০৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্ত্তির জন্য ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে। নার্শারী ও প্রিপারেটরী ক্লাসে তিন হ'তে চার বছরের শিশুদের ভর্ত্তি করা চলে। কেজি হতে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তির জন্য এ্যাডমিশন টেষ্ট দিতে হয়। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন।

*যোগাযোগের ঠিকানা ঃ*

১। জংগীপুর গার্লস হাই স্কুল, পোঃ জংগীপুর।
সময় সকাল ৭টা হ'তে ৯টা পর্যন্ত।

২। রঘুনাথগঞ্জ বয়েজ হাই স্কুল (পুরাতন ভবন)
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ। সময় সকাল ৭টা হ'তে ৯টা পর্যন্ত।

*ডি. এস. নাথ*
ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক,
বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

### নবম শ্রেণীর ছাত্রী অপহৃত ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ীতে চারজন যুবকের মধ্যে একজন রাহেমাকে ডেকে জানায় ওর দাদা ওদের বন্ধু, একটা চিঠি দেবে, ওর দাদাকে দিয়ে দিতে হবে। এদের কথপোকথনের মধ্যে রাহেমার দুই সঙ্গী কিছুটা ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এই সুযোগে মারুতির চার যুবক জোর করে রাহেমাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে রঘুনাথগঞ্জের দিকে উধাও হয়। বোখারা হাই স্কুলের স্টাফ কাউন্সিলের সেক্রেটারী চন্দন মন্ডল পত্রিকা দপ্তরে ফোনে এই খবর জানান। তিনি আরো জানান, বেলা ১০টায় সাগরদীঘি থানায় ফোন করলে বেলা ১১-২০ নাগাদ থানার সেকেন্ড অফিসার স্কুলে এসে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। তাঁকে রাহেমার ফটোও দেয়া হয়। চন্দনবাবু অভিযোগ করেন, পুলিশ খবর পাওয়া মাত্র যদি ফোনে আশেপাশের থানাকে সচেতন করে দিত তবে কাছে পিঠেই ওরা ধরা পড়ে যেত। এই ঘটনায় আশপাশ গ্রাম থেকে আসা ছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। ঐ দিন রাতে বীরভূমের দাঁতুড়া গ্রামের একটি বাড়ী থেকে গৃহবন্দী রাহেমাকে গ্রামবাসীরা উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ এই ঘটনাকে নিছক প্রেমঘটিত বলে মন্তব্য করলেও রাহেমার বাড়ীর লোকেরা তা মেনে নেননি বলে খবর।

### টাকার শ্রাদ্ধ ছাড়া কিছু না ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

হাজার টাকা। বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২২ জন এবং শিক্ষক ৩ জন। বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ করা হলেও এখনো শৌচাগার নেই। কারণ গৃহ নির্মাণ করতেই মঞ্জুরীকৃত টাকা শেষ হয়ে গিয়েছে বলে জানা যায়। অন্যদিকে মা ও মেয়ে মেলা একটা প্রহসন বলে মনে হল। মায়েদের নিয়ে এখানে কোন আলোচনা হয় না। এলাকার মায়েরা জানেন না এই ধরনের মেলার কথা। এ অভিযোগ পূর্ব রতনপুর এলাকার এক মায়ের। মেলা প্রাঙ্গণে কয়েকজন শিক্ষিকা ছাড়া অন্য কোন মহিলাদের চোখে পড়েনি। এ ব্যাপারে শ্বেতা চন্দকে প্রশ্ন করলে জানান—মায়েরা বিকেলের অনুষ্ঠানে আসবেন। এর মাঝে এস, আই অনঙ্গমোহন আলিপাত্র জানান, মায়েদের এখন খেলাধুলো চলছে সামসেরগঞ্জ বিডিও অফিস সংলগ্ন ময়দানে। সেখানে গিয়ে মাঠে জনৈক শিক্ষক টিপু সুলতান ছাড়া কারো দেখা পাওয়া যায়নি। বিকেল ৩টে পর্যন্ত অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে কোন মায়ের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়নি। অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা আমন্ত্রণ না পাওয়ায় মেলায় উপস্থিত হননি বলে জানা যায়। এস আই তাঁর পেয়ারের কিছু শিক্ষক নিয়ে এই অনুষ্ঠান করছেন বলে শিক্ষকদের অভিযোগ। স্থানীয় মানুষদের বক্তব্য, সরকার থেকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই মেলার আয়োজন করা হচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছে। অর্থ শ্রাদ্ধ ছাড়া আর কিছু হচ্ছে না। এই মেলার জন্য একটা প্রচার পুস্তিকা বিলি করা হলেও তাতে কোথায় কত তারিখ কটার সময় অনুষ্ঠান হবে তার কোন উল্লেখ নেই। তাছাড়া মেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রতিযোগীরা কোথায় নাম জমা দেবে তারও কোন ঠিকানা দেয়া হয়নি প্রচার পুস্তিকায়। সব কিছুতেই একটা এলোমেলো অবস্থা।

### কল্পনার মৃত্যু রহস্যের তদন্ত চাইলো ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

লোকের ধারণা, কল্পনা পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী হলেও একটু বেশী বয়সে সে পড়াশুনা করে। শরীরেও বাড়বাড়ন্ত ছিল। সে কারণে দুষ্কৃতীরা রাস্তায় তাকে একা পেয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে, পড়ে গলা টিপে হত্যা করে। কিন্তু মৃতদেহের কোন তদন্ত না করে গ্রামের কিছু লোকের প্ররোচনায় কল্পনার বাবা মদন হালদার কল্পনার মৃতদেহ দাহ করে দেন। সব কিছু শেষ হয়ে যাবার পড়ে গ্রামের লোক এক জোট হয়ে গত ৪ এপ্রিল থানায় কল্পনার মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটন ও প্রকৃত দোষীর শাস্তির দাবী জানিয়ে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন।

### প্রার্থী তালিকায় প্রায় নতুন মুখ ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

হয়েছে। এলাকার বুথ কমিটি প্রার্থী নির্বাচন করবে। প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতাও দেখা হবে। জানা যায়, রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের জামুয়ার ও কানুপুরের কয়েকটি আসনে ১৪ এপ্রিল সংবাদ লেখা পর্যন্ত কংগ্রেস প্রার্থী পায়নি। তেমনি প্রার্থী নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের সেকন্দরা অঞ্চলের শ্রীধরপুর, ইমামনগর, বিশ্বনাথপুর, দস্তামারা, লালখানদিয়ার চাঁইপাড়া এলাকায়। এবার পঞ্চায়েত সমিতিতে জঙ্গিপুর মহকুমার সাগরদীঘি ও সামসেরগঞ্জে সভাপতি মহিলা হচ্ছেন। সুতী-১ পঞ্চায়েত সমিতির আসন এবার তপসিল জাতির জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। এছাড়া মহকুমার অন্যান্য ব্লকে সভাপতি সাধারণ-ভাবেই নির্বাচিত হচ্ছেন। জেলা পরিষদে সভাধিপতির পদ এবার মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। ওখানে সি পি এম প্রার্থী হচ্ছেন জেলা নেতা তথা নবগ্রামের সি পি এম বিধায়ক নৃপেন চৌধুরীর স্ত্রী সুলেখা চৌধুরী। বিপক্ষে কংগ্রেস থেকে দাঁড়াচ্ছেন জেলা নেতা মান্নান হোসেনের স্ত্রী বলে খবর। ভোটও আগের মতোই ব্যালটে ছাপ মেরেই হবে। মনোনয়নপত্র জমা দেবার শেষ তারিখ ১৪ থেকে বাড়িয়ে ১৬ এপ্রিল করা হয়েছে।

### পাচার হওয়া গরু ছিনতাই ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

পাচারকারীরা বিভ্রান্ত হয়ে পিরোজপুর বি এস এফ ক্যাম্পে ছুটে গেলে জানতে পারে ওধারে কেউ ডিউটিতে যায়নি। এরপর ওরা নাড়ুখাকি ক্যাম্পে যায়। সেখানেও একই কথা জানতে পারে। শেষে রঘুনাথগঞ্জ থানায় এসে ওরা গরু ছিনতাই-এর অভিযোগ জানায়। পাচারকারীদের চাপে পুলিশ এনায়েতনগর, রাধানগর ইত্যাদি এলাকায় তল্লাসী চালিয়ে এনায়েতনগরের কুখ্যাত সমাজ-বিরোধী নানকু মন্ডল ও রাধানগরের আনিকুল সেখের বাড়ী থেকে ৯টি গরু উদ্ধার করে। পুলিশ আনিকুল, নানকু এবং তার ছেলে ভগীরথ ও বিবাহিতা মেয়েকে গ্রেপ্তার করে। নানকুর জামাই পলাতক। বাকী ১০টি গরুর সন্ধানে পুলিশ এখন বিশেষ তৎপর।

### হাসপাতালে ডামাডোলের রাজত্ব চলবেই (১ম পৃষ্ঠার পর)

ডাক্তার এলে আউটডোর চালু করা হয়। জানা যায়, ঐ দিন ডাঃ লতিব, ডাঃ প্রদীপ ঘোষ প্রমুখ আউটডোর ডিউটিতে ছিলেন। এই ধরনের ঘটনা নাকি হাসপাতালে নতুন নয়। প্রায় দিনই ডাক্তারবাবুদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস গুছিয়ে হাসপাতালে যেতে বেলা গড়িয়ে যায়। সকাল নটার মধ্যে কোন ডাক্তারই হাসপাতালে আসেন না। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, শীততাপনিয়ন্ত্রিত ব্যয়বহুল অপারেশন থিয়েটারটি অনেক টালবাহানার পর চালু হলেও রোগীদের সেখানে কোন অপারেশন হচ্ছে না। বর্তমান সার্জেন ডাঃ অলক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ, নানা অজুহাত দেখিয়ে তিনি অপারেশন রোগীদের নার্সিং হোমে যেতে বাধ্য করাচ্ছেন। যার ফলে দুঃস্থ রোগীরা হাসপাতালে অপারেশন করাতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছেন। অপারেশন রেজিষ্টারই এর প্রমাণ দেবে। কিছু ডাক্তার, নার্সিং স্টাফ, অফিস কর্মী ও জি ডি এদের বদলির ব্যাপারে সোরগোল উঠলেও গত সপ্তাহে বদলির যে তালিকা এসেছে তাতে কোন ডাক্তারের নাম নেই। ডাঃ লতিবের বদলির অর্ডার নিয়ে মাঝে কানাঘুষা চললেও সেটা বর্তমানে চাপা পড়ে গেছে। প্রায় তিন যুগ থেকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে কর্মরত ডাঃ চিত্তরঞ্জন সামন্ত এবারও বহালতবিয়তে এখানে থেকে গেলেন। বদলির তালিকায় আছেন ডাঃ সত্যজিৎ মজুমদার, ডাঃ আব্দুল লতিব, ডাঃ দীপঙ্কর সান্যাল।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ ( মুর্শিদাবাদ ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।